R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৭০শ বর্ষ
৩২শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১৯শে পৌষ বুধবার, ১৩৯০ সাল
৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৮৪ সাল।

নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২্, সডাক ১৪্

রাণীনগরে অনাস্থা নাকচ, দফরপুরে প্রধানের ক্ষমতা খর্ব

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : সি পি এম নিয়ন্ত্রিত রাণীনগর গ্রামপঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে কংগ্রেসীদের আনা অনাস্থা প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থনে পাশ হয়েও আপাততঃ তা কার্যকরী হচ্ছে না। আইনগত কারণে রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লকের বিডিও নিখিলরঞ্জন মণ্ডল ওই পাশ হওয়া প্রস্তাব বাতিল করে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে পুনরায় ৭ দিনের মধ্যে নোটিশ দিয়ে সভা ডাকতে বিডিও কংগ্রেসী সদস্যদের নির্দেশ দিয়েছেন। বিডিও জানান, গত ২৮ ডিসেম্বর রাণীনগর গ্রাম-পঞ্চায়েতে সি পি এম প্রধানের বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে সভা ডাকা হয়। সভায় কংগ্রেসের ৭ জন সদস্য ছাড়াও সি পি এম থেকে দলছুট ২ জন এবং আর এস পি'র একমাত্র সদস্য উপস্থিত থেকে অনাস্থা প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। ১৯ সদস্য বিশিষ্ট গ্রামপঞ্চায়েতে প্রধান সুশান্ত দাসসহ ৯ জন সি পি এম সদস্য অনুপস্থিত থাকেন। গর-হাজির থাকের বিডিও বা তাঁর প্রতিনিধিরাও। অবশ্য নিয়মমত সভা যথারীতিই সম্পন্ন হয়। এবং পাশ হওয়া প্রস্তাব বিডিও'র কাছে জমা পড়ে। পরে গ্রাম-পঞ্চায়েতের এক সদস্য বিকাশ সরকার অনাস্থা সভার নোটিশ না পাওয়ায় বিডিও'র কাছে আইনগত প্রশ্ন তুললে বিডিও নিখিল মণ্ডল ২৮ ডিসেম্বরের 'সভায় পাশ হওয়া অনাস্থা প্রস্তাব' সমূহ বাতিল বলে ঘোষণা করেন। জানা গেছে, বিডিও ওই গ্রাম-পঞ্চায়েতে পুনরায় অনাস্থা সভা ডাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। এদিকে দফরপুর গ্রাম-পঞ্চায়েত নিয়ে রুজু হওয়া মামলার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা হাই কোর্ট ওই পঞ্চায়েতের কংগ্রেস'ই প্রধান গোলাম পাঞ্জাতনের ক্ষমতা আপাততঃ খর্ব করে নির্দেশ জারী করেছেন। এর ফলে সৃষ্ট জটিলতা কাটাতে বিডিও ওই পঞ্চায়েতে উপপ্রধান নুরুল হককে (সি পি এম) 'কর্মচারীদের মাইনা দেওয়া সংক্রান্ত' কাজকর্ম চালাতে জরুরী নির্দেশ দিয়েছেন। অবশ্য ওই গ্রাম-পঞ্চায়েতে মিনিকীট, জি আর বণ্টন বা উন্নয়নমূলক কাজকর্ম স্বয়ং বিডিও'র তত্ত্বধানে অফিসের কর্মচারীরাই চালাবেন। রঘুনাথগঞ্জ—১ ব্লকের ওই দুই (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ঘরোয়া বিবাদে মিরজাপুর স্কুলে অচলাবস্থা

বিশেষ সংবাদদাতা : ঘরোয়া বিবাদ তীব্র আকার ধারণ করায় মিরজাপুর দ্বিজপদ উচ্চ বিদ্যালয়ে অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে। স্কুলের সম্পাদক গোষ্ঠী সংখ্যা লঘিষ্ঠ হয়ে পড়ায় দীর্ঘদিন ধরে ওই স্কুলে কার্যাকরী সমিতির কোনো সভা না ডাকায় স্কুলের কাজকর্মে নানা ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দিয়েছে। শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ ও গৃহ নির্মাণের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলিও আটকে রয়েছে। ফলে এই বর্ষে ছাত্র ভর্তি নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। জানা গেছে, স্কুলে ক্ষমতার রেষারেষি নিয়ে বিরোধ চলছে দীর্ঘদিন ধরে। এ নিয়ে জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকায় প্রায় বছরখানেক আগে বিস্তারিত সংবাদ প্রকাশ পায়। বর্তমানে এই বিরোধ আরো তীব্র আকার নিয়েছে। দু'ভাগে বিভক্ত স্কুলের গোষ্ঠী রাজনীতিতে এখন সম্পাদক সিদ্ধেশ্বর ব্যানার্জি সংখ্যা লঘিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন। এবং প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সাপে-নেউলে হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই গোষ্ঠী বিবাদের দরুণ সভা অনুষ্ঠিত না হতে পারায় গত বছর স্কুলের জীববিদ্যার শিক্ষক গৌতম ঘোষ এ্যাডমিশন নিয়েও শেষ পর্যন্ত বিটি পড়তে যেতে পারেননি। গোষ্ঠী বিবাদে সৃষ্ট অচলাবস্থায় অভিভাবকেরাও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। কয়েকজন অভিভাবক আমাদের কাছে এ সম্পর্কে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে অচলাবস্থা সমাধানে জেলা শিক্ষা দপ্তরের কর্তাব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত, টেলিফোন বেসামাল, বহুকর্মী বদলী

বিশেষ সংবাদদাতা : হঠাৎ দুটি ট্রান্সফরমার বিস্ফোরণের ফলে রঘুনাথগঞ্জে গত দু'দিন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কয়েকশো গৃহস্থ বাড়িতে দু'দিন ধরে অন্ধকার চলে। টেলিফোন ব্যবস্থা বে-সামাল হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। জানা গেছে, দীর্ঘদিন থেকে শহরের দরবেশপাড়া ও ডোমপাড়া পোলের ট্রান্সফরমার দুটি বিপদজনক হয়ে ছিল। ২ ও ৩ জানুয়ারী পরপর দুটিই বিস্ফোরিত হয়ে যায়। বহু চেষ্টার পর মেরামতি করে দুটিকেই পুনরায় ২ দিন পর চালু করা হয়েছে যদিও যে কোন মুহূর্তে ওই দুটি ফের অকেজো হয়ে যেতে পারে। বিদ্যুৎ দপ্তর সূত্রে জানা যায়, বিপদজনক ট্রান্সফরমার দুটির পরিবর্তে নূতন ট্রান্সফরমার লাগানোর জন্য স্থানীয় বিদ্যুৎ বিভাগ থেকে বলা হয়েছিল; কিন্তু অর্থাভাবে তা কেনা সম্ভব হয়নি। বিদ্যুৎ বিপর্যয়ে টেলিফোন ব্যবস্থা চালু রাখাও অসম্ভব হয়ে পড়ে। কোনোরকমে জেনারেটর চালিয়ে তা চালু রাখা হয়। এ দিকে স্থানীয় বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মচারীদের ব্যাপকভাবে অন্যত্র বদলী করে আদেশ জারী করা হয়েছে। রাজ্য জুড়ে সর্বত্রই এই বদলীর আদেশ দেওয়া হয়েছে। এই বদলীর ফলে দীর্ঘদিনের বহু কর্মচারীকে এখান থেকে অন্যত্র চলে যেতে হবে। জানা গেছে, বদলী হওয়া কোনো কোনো কর্মচারী এখানে ১০-১২ বছর ধরে পোষ্টেড ছিলেন।

নলকূপ কেলেংকারী নিয়ে চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান পুরসভায় ৫৩ হাজার টাকার নলকূপ ও অন্যান্য সামগ্রী কেনা সংক্রান্ত একটি গুরুতর কেলেংকারী নিয়ে হৈ চৈ শুরু হয়েছে। এই কেলেংকারীর সঙ্গে পুরসভার দুই কমিশনারের নাম জড়িয়ে রয়েছে। এ নিয়ে তদন্তের জন্য ৫ জন কমিশনারকে নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করা

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ওসি বদল নিয়ে সোরগোল

বিশেষ সংবাদদাতা : মুরশিদাবাদের ৫টি থানায় ওসি বদলের ঘটনা নিয়ে জেলা পুলিশ মহলে বেশ সোরগোল উঠেছে। পুলিশ সুপারের নির্দ্দেশবলে এই রদবদল। জানা গেছে জেলার আরও কয়েকটি থানায় এরকম রদবদল ঘটবে। যে ৫টি থানায় এ পর্যন্ত রদ-বদল ঘটেছে সেগুলি হ'ল জিয়াগঞ্জ, রাণীনগর, ভরতপুর, জলঙ্গী এবং হরিহরপাড়া। এস পি রঘুনাথগঞ্জ থানার ওসি স্বদেশ সরকারকে আরও এক বছর ওই থানায় রেখে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

পুলিশ দিয়ে লোন আদায় শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘিতে পুলিশ দিয়ে লোন আদায় শুরু করা হয়েছে। ২৪ ডিসেম্বর থানার পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে নিয়ে এলাহাবাদ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ প্রায় ১০ হাজার টাকার বকেয়া ঋণ ফেরৎ পেয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে বিডিও অফিসের কর্মী এবং পঞ্চায়েত প্রধানেরাও ছিলেন। ১০ জানুয়ারীর মধ্যে ওই এলাকার সমস্ত ঋণ গ্রহীতাকে বকেয়া ঋণ পরিশোধ করে দিতে সময় দেওয়া হয়েছে। এই আদায় অভিযান জেলা শাসকের বিশেষ নির্দ্দেশেই বলে জানা গেছে।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে পৌষ বুধবার, ১৩৯০ সাল

ক্রাইম ও সহযোগিতা

অপরাধ কথার প্রকৃতিগত পার্থক্য অনুসারে উহার শ্রেণী বিভাগ করা হয়। প্রকৃতি বিচার করিয়া 'ক্রাইম' অপরাধের তীব্রতা সর্বাধিক যাহার সহিত আইনগত দায়দায়িত্ব বর্তায়। যাহারা ক্রাইম করিয়া থাকে আইনে তাহারা ক্রিমিন্যাল, আর এই ক্রিমিন্যালের মোকাবিলার জন্য দেশে রহিয়াছে পুলিশী প্রশাসন যাহার উপর নাগরিক জীবনের শান্তিশৃঙ্খলাবিধান ন্যস্ত।

খবরে প্রকাশ, এই মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে ক্রাইমের সব সংবাদ এস ডি পি ও পান না। এই সংবাদ থানা হইতে তাঁহার নিকট পৌঁছাইবার কথা। বাং সে সংবাদ প্রেরণের দায়িত্ব থানা কর্তৃপক্ষের। সংবাদের কেন্দ্রবিন্দু এইখানেই। জানা যায় যে, যে সমস্ত ক্রাইম ঘটে তাহার অনেকগুলিই থানা অফিসাররা নাকি এস ডি পি ও কে জানান না এবং তাহার ফলে এস ডি পি ও নাকি ক্ষুব্ধও হইয়াছেন। থানা হইতে রিপোর্ট না পাওয়া সত্ত্বেও কিছু ক্ষেত্রে এস ডি পি ও গোপন সংবাদ পাইয়া অপরাধী ধরিতে ছুটিয়া গিয়াছেন এমনও জানা গিয়াছে।

স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, এস ডি পি ও স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে যেখানে জনকল্যাণকামী করিয়া তুলিতে চাহেন, সেখানে থানা বিভাগ ক্রাইম এর সংবাদ তাঁহাকে না জানাইলে এই সদুদ্দেশ্য অবশ্যই ব্যাহত হইবে।

কিছুদিন পূর্বে ট্রাকের চাল লুঠ হওয়ার সংবাদ থানার ওসি বেসরকারীভাবে স্বীকার করিলেও সরকারীভাবে এস ডি পি ও মহোদয় উহা পান নাই। জনৈক পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর বলিয়াছেন যে গ্রামাঞ্চলের সব ক্রাইমের খবর থানাতেও জানান হয় না। সুতরাং আমাদের পত্রিকা যত ক্রাইমের কথা প্রকাশ করুক না কেন, জনসাধারণ থানাকে না জানাইলে এবং জানান হইলেও থানা অফিসার এস ডি পি ওকে না জানাইলে অবস্থা যে তিমিরে সে তিমিরেই রহিবে। এই ব্যাপারে জনসাধারণ, পুলিশ সকলকেই নিষ্ঠাযুক্ত হইতে হইবে। আসল কথা ক্রাইমের ব্যাপার সাধারণ মানুষ থানায় জানান। থানা ব্যবস্থা না লইলে এস ডি পি ও-কে জানান। তিনি যেহেতু ক্রাইম বন্ধ করিতে বদ্ধপরিকর, সেক্ষেত্রে তাঁহার সহিত সহযোগিতা করা অবশ্য কর্তব্য। শান্তিরক্ষার ব্যাপারে রাজনৈতিক প্রভাবের চাপকে দূরে রাখিতে হইবে।

কলকাতায় ভারতীয় বার্তাজীবী সংঘের সভাপতি অপূর্ব সেনগুপ্তের মহাপ্রয়াণে আমরা শোকাহত। শোকসন্তপ্ত পরিজনদের জানাই আন্তরিক সমবেদনা।

অনুত্তম পণ্ডিত
সম্পাদক, জঙ্গিপুর সংবাদ
বিমান হাজরা
সাংবাদিক, দৈনিক বসুমতী

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

বাড়ি ভাঙ্গুন পৌরসভা

কলেজে যাচ্ছিলাম। ক্লাসের দেরি ছিল, তাই গতি ছিল মন্থর। আমার কলেজ যাওয়ার পথে রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলের নিকটে একটি জমিদার আমলের বাড়ি চোখে পড়ে। বাড়িটা পুরাতন, বর্তমানে ভগ্নপ্রায়। অকারণে তার দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হতেই চোখে পড়ল কালো সাইন বোর্ডে সাদা হরফে কি লেখা যেন! নিমিষের মধ্যেই পড়ে ফেললাম। তাতে লেখা—

সাবধান, এই বাড়ি যে কোন সময় ভেঙে পড়তে পারে সাবধানে এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করুন। জঙ্গিপুর পৌরসভা।

পৌরসভা থেকে উক্ত নোটিশ ঝুলিয়ে বলা হয়েছে ওই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় তীক্ষ্ণ নজর দিয়ে একবার দেখে নিতে হবে যে বাড়িটা তাঁর উপর ভেঙে পড়ছে কি না? যদি না পরে তবে সে এ যাত্রা বেঁচে গেল।

এখন প্রশ্ন, বাড়িটার যদি ঐ রকম দশা হয় তবে পৌরসভা থেকে তা সত্বর ভেঙে ফেলা হচ্ছে না কেন? কেন ওটা হাজার হাজার নিরীহ পথচারীর মাথার উপর বিপদের অপেক্ষায় ওইভাবে ঝুলে রইবে? পূর্ব্বতন জমিদারের ঐ ভগ্নপ্রায় বাড়িটাকে ভেঙে ফেলবার আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা কি পৌরসভার নেই? যদি থাকে তবে ওটাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভেঙে ফেলে রাস্তাকে নিরাপদ করা উচিত বলে আমি মনে করি।

দেবব্রত সেন
রঘুনাথগঞ্জ

চর্বির রসলীলা

দুর্মুখ

সরষের তেলের দাম উর্দ্ধমুখী। ক'দিন আগে ২৫ টাকা কেজিতে ঠেক খেয়ে একটু থমকে দাঁড়িয়ে মুচকি হেসে নীচের দিকে মুখ ফিরিয়ে নামলো আঠারোই। আবার চরকির মতো রোশনাই ছড়িয়ে ঘুরপাক। ১৯, ২০, ২১ টাকা হ'য়ে বাইশে এসে থমকেছে। এ যেন দরের টাগ অফ ওয়ার। দড়ি টানাটানির খেলা। টানাটানির চোটে এদিকে এসে আবার হুড়মুড় ক'রে একেবারে ওদিকের উর্দ্ধ সীমায়। কল্পনা চোখে দেখতে পাচ্ছি বেলুনওয়ালা বেলুন বিক্রি করছে; একবার ফুঁ দিয়ে ফোলাচ্ছে সেটাকে আবার দম ছেড়ে দিচ্ছে। এই করতে করতে একটা মনোহারিণী পজিসনে এনে তার মুখটা সুতো দিয়ে বেঁধে ধরিয়ে দিচ্ছে বালখিল্যদের হাতে, মুখে হাসি ফোটাতে। আমরা সব বালখিল্যের দল বেলুনওয়ালার কেরামতি দেখছি বিস্ময় বিস্ফারিত চোখ দুটি মেলে ধরে। তেলের দর কমছে যেই বাজারে সরকারী বন্টনে রেপসিড অয়েল আমদানী বাড়ছে। আবার পরক্ষণেই বাড়ছে রেপসিডের আগমন কমে গেলেই। বেওসাদাররা ভাল খেলুড়ে। তারা জানে কখন কিভাবে বল ছুড়লে ব্যাটস্‌ম্যানকে আউট করা যাবে। তারা তাই নিশ্চিন্তে খেলায় এই বাঙালী বালখিল্যদের। পাছে তাদের রসনার অভ্যাস পরিবর্তিত হয়ে যায় তাই রেপসিড আমদানী যেই বাড়ে সরষে তেলের দর তখনই সামান্য কমে। বাঙালী ভাবে আর ভয় নাই। মাভৈঃ হ'য়ে সরষের তেল আবার আসে রান্না ঘরে, গন্ধ ছড়ায় রসনা রসায়িত হয়। কিন্তু তার পরেই দর বাড়ে রসায়িত রসনা দামের উর্দ্ধগতির টানে হাঁক থেকে ফুল হ'য়ে মুখের বাইরে ঝুলে পড়ে। কিন্তু শুধু শুধুই কি এই দর বাড়া কমার খেলা চলে। এর কারণটা কি? সব রাজ্যের মানুষ তো আর এত সরষে তেল ভক্ত নয়। তারা কেউ খায় নারিকেল তেল, কেউ ব্যবহার করে সূর্যমুখী/মুমফুলিয়া বা বাদাম তেল। তবে সরষের মধ্যে ভূত ঢুকলো কি করে? এ রহস্যকর গুহ্য রহস্য। এ রহস্যের মূলে র'য়েছে গরু শুয়োর। আহা কথাটা শুনে চমকে উঠবেন না। গরু শুয়োর মানে গরুর গুঁতো, বা শুয়োরের দাঁতের ঘা নয়। এর মূলে গরু ও শুয়োরের পিচ্ছিল চর্বি। চর্বির প্রকৃতি গত বড় মিল ঐ দুই তেলের সঙ্গে জমাট বাঁধা অবস্থায় তো চেনাই দায় উভয়ের রূপ। তাই সহজেই চলে ওদের রাসলীলা। তখন কে বোঝে কে রাধা কে কৃষ্ণ। সে রসমিশ্রণে গাছমার্কা তেলের ওজন বাড়ে। বাড়ে পরিমাণ। চেহারায় জৌলুষ বেড়ে রং হয় মনোহরণকারী। আর স্বাভাবিকভাবেই বাড়ে বেওসায়িক মুনাফা। বেওসাদারদের কাছে 'নাফা' জিনিসটা এত প্রিয় যে 'নাফা' সিদ্ধি পেতে যদি খাদ্যবস্তুতে বিষ মেশাতে হয় তাতেও তারা চিন্তিত হয় না মোটেই, ওতে ওদের বুক কাঁপে না। আর এতো চর্বি বিষ নয় বরং কারও না কারও খাদ্য এবং প্রিয় খাদ্য। অতএব বিনা দ্বিধায় মিশে যায় চর্বি বৃক্ষজাত তেলের সাথে। নাফা পিয়াসীরা এ সুযোগ হাত ছাড়া কখনও করতে পারে। আর এতে ভয় পাবারও কিছু নেই। বড় জোর ভেজালের জাল ভেজাতে কিছু একটা ভেট লাগতে পারে এদিক ওদিকে। কিন্তু ঠিকমত আলে চলতে জানলে সেই জানে যে মুনাফার মজলি ধরা পড়ে তার দাম কিছু ফেলনা নয়। কিন্তু বিপদ হয়েছে কতকগুলি আহামুখ জাতপাত রক্ষকের অহেতুক গগনভেদি চীৎকার। যার ফলে জাল ছড়িয়েও সব ভেস্তে যাবার অবস্থা দাঁড়ায়। গাছের ঘি খেতে ভয় করে সবাই। বিক্রি বন্ধ। বাজার সরগরম। হিন্দু মুসলমান উভয়েরই জাত যাবার উপক্রম। কিন্তু তাই বলে কি বেওসাদার গোষ্ঠী বৈষ্ণব হয়ে তুলসীর মালা জপ করবে উপোসী পেটে। তাই সেই অবস্থার মোকাবিলায় সরষের তেলের দর বাড়ে। সরকার বেসামাল অবস্থা সামাল দিতে রেপসিড অয়েল ঢালেন। সরষে তেলের দাম সাথে সাথে কমে। লোকে ভাবে এই তো কমেছে। রেপসিড বিদায়, ফিরে আসে পুরাণো অভ্যাস। সাথে সাথে আবার লাফ। এই ভাবে চলে রেসের দৌড়। রেপসিড সরষে তেল, সরষে তেল রেপসিড। সরকার বেওসাদার, বেওসাদার সরকার। জনসাধারণ হতভম্ব। কিংকর্তব্যবিমূঢ়। হায়রে চর্বি। চর্বির পিচ্ছিলতা ধরে উঠতে গিয়ে বনস্পতি কুপোকাৎ, প্রশান্ত ধরণীতলে। কিন্তু সাথে সাথে ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সেই চর্বি মার্জিত অপরূপরূপে রূপায়িত বৃক্ষ নির্য্যাসিত সেই আগাছা রান্নাঘর ছেড়ে আশ্রয় নেয় দুর্ভাবনাহীন মিষ্টির

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

চর্ব্বির রসলীলা

(২য় পৃষ্ঠার পর)

দোকানে যেখানে জাতের বিচার কেউ করে না। যেখানে গ্রহণ লাগে না। চর্ব্বিযুক্ত জনপরিত্যক্ত জাত বিনষ্টকারী বনস্পতিতে ভাজা পানতুয়াদি মিষ্টান্ন দেহে রং ফুটিয়ে শর্করা রসে রসায়িত হয়ে মনোলোভন মূর্ত্তি ধরে বিতরিত হয় ডিনার টেবিলে—অতিথি অভ্যর্থনায়, কখনো বা ঠাকুরের প্রসাদের থালায়। মন্দিরে মসজিদে। বামুন পুরোহিত বৈষ্ণব মহান্তদের প্রাথরের রেকাবীতে। পরম আয়াসে চোখ বন্ধ করে যে রসে রসনা তৃপ্ত করে উদরে অবস্থিত হয় যে পরম তৃপ্তি সাধিকা চর্ব্বিমার্কা বনস্পতিতে ভাজা রসায়িত যৌবনের রঙে রাঙা সরস পানতুয়া। তাতে জাত গেল কি গেল না সে চিন্তা রসনা আর রসের মিলনে যায় রসাতলে। শুধু মাত্র রাজনীতিকদের বিতর্কের টেবিলে, পার্লামেন্টের শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে রসায়িত হয় চর্ব্বির উত্তেজনা। এ পক্ষ ও পক্ষে রোষান্বিত নেত্রবহ্নি, কষায়িত বাক্যফেন বর্ষিত ও নিক্ষিপ্ত হয় পরস্পরকে ঘায়েল করার ঐকান্তিক সদিচ্ছায়। রব উঠে গেল গেল সব গেল। কার গেল কি গেল কেউ বোঝে না, বোঝা যায়ও না। যার গেল তার গেল। কি পরম বুদ্ধ বেওসাদারদের কিছুই যায় আসে না তাতে। ওদের এদিক গেলে ওদিক আসে। তারা জানে সুলুক সন্ধান গোপন পথে যাতায়াতের, নাফার উন্নতির। তাই তারা বকের মতো নির্ব্বিকার। সবাই চালাক সবাই চতুর। চর্ব্বি তাদের শ্রীহস্তকে আরো মসৃণ করে এ পকেটে ও পকেটে যাতায়াতের সহায়তা করে। শুধু মূর্খ জনগণেশই গরু শুয়োরের মতই নারেট মস্তিষ্ক যুক্ত। তাই তাদেরই চর্ব্বি গলিত হয়ে মিশে যেতে থাকে এই কৌশলী লড়াইয়ের ময়দানে।

Abridged tender Notice No. 2 of '83-84 of Ganga Anti Erosion Division

P. O. Raghunathganj, Dist. Murshidabad.

Sealed tenders are invited in WBF No. 2908 from enlisted Class I Contractor of I & W. D and bonafied outside contractors for supply of boulders detailed below by E. E/Ganga Anti Erosion Division, P. O. Raghunathganj, Dist. Murshidabad.

Estimated costs & earnest moneys are :—

1.	Supply of boulders at Khandua.	Group No.	I,	Rs. 10, 11, 375/-,	Rs. 20,000/-
2.	Do Do	Do	„ „	II,	Rs. 10, 11, 375/-,	Rs. 20,000/-
3.	Do Do	Do	„ „	III,	Rs. 10, 11, 375/-,	Rs. 20,000/-
4.	Do Do	Do	„ „	IV,	Rs. 10, 11, 375/-,	Rs. 20,000/-

Details regarding time allowed, tender documents and other particulars may be had from the above office upto 4.00 P. M. in any working day. Last date of application for purchasing tender form is 2. 2. 84 upto 1.00 P.M. Last date for receipt of tender is 4. 2. 84 upto 3.00 P.M.

B. K. Das Gupta
23-12-83
Executive Engineer,
Ganga Anti Erosion Division
P. O. Raghunathganj, Dist. Murshidabad

ধুলিয়ানে ফরওয়ার্ড ব্লকের জেলা সম্মেলন

ধুলিয়ান : গত ২৪ থেকে ২৬ ডিসেম্বর ধুলিয়ানে সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের ৩য় জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ ডিসেম্বর সমসেরগঞ্জ থানার সম্মুখস্থ ময়দানে প্রকাশ্য সভা হয়। সভার মূল বক্তা হিসেবে পঃ বঃ সরকারের সমবায় মন্ত্রী নির্মল বসু, পঃ বঃ বিধান সভার ডেপুটি স্পীকার কলিমুদ্দিন সামস্, ছায়া ঘোষ, এম, এল, এ ও জেলা সম্পাদক জয়ন্ত রায় উপস্থিত ছিলেন। সভার প্রারম্ভে প্রয়াত নেতা ও শিল্প বাণিজ্য মন্ত্রী ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য্যের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করা হয়। মন্ত্রী নির্মল বসু ও ডেপুটি স্পীকার দেশের বিভিন্ন সমস্যাসহ ধুলিয়ানের সমস্যাদি বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন। সভা শেষে ডেলিগেট সেসন আরম্ভ হয়, প্রায় ৪০০ জন প্রতিনিধি এতে অংশ নেন। ৩২ জনকে নিয়ে একটি শক্তিশালী জেলা কমিটি গঠিত হয়েছে। জেলা সম্মেলনের উদ্যোক্তা এবং ফরাক্কা, সুতী, সমসেরগঞ্জ লোকাল কমিটির সম্পাদক কমঃ ইউসুফ হোসেনকে জেলা কমিটিতে স্থান দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

ডাকাতি

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি থানার ছামুগ্রামে হারু মণ্ডলের বাড়ীতে সম্প্রতি ডাকাতি হয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। খবরে প্রকাশ, গৃহস্বামীর বেশ কিছু টাকা কাঁসার বাসন এবং গহনা নিয়ে বোম ফাটাতে ফাটাতে ডাকাতদল পালিয়ে যায়।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোনঃ জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

খেলার খবর

সাগরদীঘি : বসিরহাট কলেজ, ২৪ পরগণায় সর্ব্বভারতীয় সব পেয়েছির আসরের প্রশিক্ষণ শিবিরে ২৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলার বালিয়া নেতাজী সংঘ, জলঙ্গী, সাদিখাঁরদিয়ার, বহরমপুর, মহলান্দী, সাগরপাড়া এই ছয়টি আসরের ২৪ জন সোনার কাঠি ভাইবোন ও ৬ জন কর্মী অংশ গ্রহণ করে গৌরবের সঙ্গে প্রশংসা পত্র গ্রহণ করেছে। সেখানে সমাজশিক্ষা ও শারীর শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তারা স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যহ ৭৫০ জন শিক্ষার্থীর কুচকাওয়াজ ও ড্রিলএর কলতানের মধ্যে পৌরোহিত্য করেন স্বপনবুড়ো।

নলকূপ নিয়ে চাঞ্চল্য

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়। জানা গেছে, ওই তদন্ত কমিটির রিপোর্টে কেলেংকারীর কথা স্বীকৃত হয়েছে। আমাদের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, গত ২৯ জুন এক সভায় পুর কমিশনারেরা পুর এলাকার পানীয় জল সমস্যা সমাধানের জন্য ৫৩ হাজার টাকার নলকূপ কেনার সিদ্ধান্ত নেন। এ ব্যাপারে বিষ্টুচরণ সেন ও নুর মহম্মদ বিশ্বাস নামে দু'জন কমিশনারের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়। সভায় ঠিক হয় নলকূপের যাবতীয় সামগ্রী কিনতে হবে 'বিসকো' কোম্পানীর। অভিযোগ, কমিশনারেরা তা না কিনে নিম্নমানের সরঞ্জাম কেনেন। ৩০ সেপ্টেম্বরের সভায় এই অভিযোগ নিয়ে হৈচৈ হলে ৫ কমিশনারকে নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির রিপোর্টে এই অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করা হলে ওই কমিশনারদ্বয়কে পুনরায় 'বিসকো' কোম্পানীর নলকূপ সামগ্রী সরবরাহ করতে বলা হয়। উক্ত কমিশনারদ্বয় এখন পর্যন্ত সে নির্দ্দেশ কার্য্যকরী করেন নি, উপরন্তু তাঁরা পুরপতিকে লিখিত ভাবে জানিয়েছেন যে, আমরা এই সমস্ত মাল আপনার পরামর্শমত সরবরাহ করেছি। কাজেই এই মাল পরিবর্ত্তন করে দিতে আমরা বাধ্য নই। এদিকে পুর এলাকার হাজার হাজার মানুষ পানীয় জল কষ্টের অভাব মর্মে মর্মে অনুভব করছেন। এলাকার প্রায় ৫০/৬০টি নলকূপ এই গণ্ডগোলের জন্য সংস্কার করা হচ্ছে না। জনগণের আরও গুরুতর অভিযোগ, পুরপতি ব্যাঙ্কের একজন কর্মচারী। সেহেতু পুরসভার কোন কাজ তিনি দেখাশোনা করতে পারছেন না। নলকূপের বিষয়টি তদন্তের জন্য জেলা শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিজ্ঞপ্তি

রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গীপুর শহরে আনন্দবাজার পত্রিকা কোম্পানীর অনুমোদিত একমাত্র এজেন্টের কাছে এখন হতে কলিকাতার দৈনিক সংবাদপত্র যুগান্তর, বসুমতী, আজকাল, সত্যযুগ, অমৃতবাজার ও ষ্টেটস্‌ম্যান এবং তার সঙ্গে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রকাশিত নানা ধরনের সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকা পাওয়া যাচ্ছে। সত্বর যোগাযোগ করুন।
যোগাযোগের ঠিকানা—
(আনন্দবাজার এজেন্ট অফিস, সুপার মার্কেট সদরঘাট) খেলার আসর রঘুনাথগঞ্জ, পণ্ডিত ষ্টেশনার্স রঘুনাথগঞ্জ।

প্রধানের ক্ষমতা খর্ব

(১ম পৃষ্ঠারপর)

গ্রাম পঞ্চায়েতে অচলাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক মহলেও চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। শুরু হয়েছে পঞ্চায়েত সমিতি নিয়ে নানা রকম জল্পনা কল্পনা। যদিও ২৮ সদস্যের পঞ্চায়েত সমিতিতে রাণীনগরে ক্ষমতাচ্যুত হলেও সি পি এম এই মুহূর্তে ক্ষমতা হারাচ্ছেন না। কারণ আইনগত বাধা নিষেধে দফরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেস 'ই' প্রধান আপাততঃ পঞ্চায়েত সমিতিতে কোনো ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না। সে ক্ষেত্রে দলগত অবস্থার কোনো হেরফের এই মুহূর্তে হবার সম্ভাবনা নেই।

বিয়ের যৌতুকে, উপহারে ও নিত্য ব্যবহারের
জন্য সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার

স্থানীয় জনসাধারণের প্রয়োজন ও পছন্দমত রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে এই প্রথম একটি "ষ্টীল" ফার্ণিচারের দোকান খোলা হইয়াছে।

এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী সোফাকাম বেড, ফোল্ডিং খাট, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

দাস অটো ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস
গভঃ রেজিঃ নং ২১।১৩।৯০০৯
উমরপুর (৩৪নং জাতীয় সড়ক) মুর্শিদাবাদ
প্রোঃ মদনমোহন দাস
এখানে গাড়ীর যাবতীয় ইলেকট্রিকের কাজ করা হয়।
এবং গ্যারান্টিসহকারে ব্যাটারী নির্মাণের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

ফোন : ১১৫
সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর প্রাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পাণ্ডব প্রেস হইতে
অচ্যুতম পাণ্ডব কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।